গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২১

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা । মহিলাদের উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তৃণমূল পর্যায়ের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন কল্পে এবং তাদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক মহিলাদের দ্বারা গঠিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান মূলতঃ সমাজ উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান । তৃণমূল পর্যায়ের মহিলাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে মহিলাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা তাদের অন্যতম দায়িত্ব। সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাগণ সংসারে ও সমাজে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করছে। একটি সমিতির মধ্যে শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্বস্তরের মহিলাদের সমাবেশ ঘটে। তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সভা, একসাথে চলাফেরা ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় হয়। এতে অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহিলারাও জীবন ও জীবিকার নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। সমিতি ব্যতিত তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র বয়স্ক মহিলাদের এ ধরণের সুযোগ পাওয়া সম্ভব হতো না।

[illegible] কোভিড-১৯ অতিমারীর বাঁধা পেরিয়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনমূখী অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করে দারিদ্র বিমোচনের বিষয়টিও ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে কর্মমূখী করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহিলা সংগঠন সূচারুরূপে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সংগঠনের গঠনতন্ত্র থাকার পাশাপাশি সরকারি স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন। স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনসমূহকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় থেকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে। নিবন্ধন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এই নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনসমূহকে আরো গতিশীল ও সুচারুরূপে পরিচালিত হতে সহায়তা করবে- এই প্রত্যাশা রইল। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা এ নির্দেশিকাটি প্রণয়নে ও প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও পরিচালনা নির্দেশিকা

পটভূমিঃ ১৯৬১ সনের ৪৬ নং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু হয়। এ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর মহিলা সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৭৮ সনের ৫ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি নং পি-এস/মবি-৪৬৫/৭৭-২৪০-১৯৬১ এর প্রেক্ষিতে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর ক্ষমতাবলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর শুধু মহিলাদের দ্বারা গঠিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনসমূহ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ১৯৮৯ সাল হতে তৎকালীন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, বর্তমানে উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে সমিতি নিবন্ধন দেয়া হয়ে থাকে ।

১। **নামঃ** **এ নির্দেশিকাটি "স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও পরিচালনা নির্দেশিকা" নামে অভিহিত হবে।**

২। **সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের সংজ্ঞা—**

(ক) **স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিঃ** মহিলাদের সমন্বয়ে ও অংশগ্রহণে গঠিত একটি সমাজ উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক অরাজনৈতিক সমিতি/ফাউন্ডেশন/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান।

(খ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষঃ সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, উপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। ক্ষেত্রমতে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

(গ) আপিল কর্তৃপক্ষঃ মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

(ঘ) রিভিশন কর্তৃপক্ষঃ সিনিয়র সচিব/সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(ঙ) সরকারঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(চ) গঠনতন্ত্রঃ সমিতির নিজস্ব কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন, কর্মপন্থা, যাতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ধারা সম্বলিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। **(পরিশিষ্ট-৫)**

(ছ) অধ্যাদেশঃ মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ)।

(জ) জাতীয় পর্যায়ের সমিতিঃ দেশের যে কোনো জেলায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা আছে এমন সমিতি।

৩। **স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যঃ** দুঃস্থ , স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, অবিবাহিত ও প্রতিবন্ধী মহিলাদের পক্ষে অথবা আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন মহিলার পক্ষে এককভাবে কোন বৃহৎ সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এ ধরণের মহিলাদের যৌথ উদ্যোগকে বিধি-বিধানের আওতায় এনে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সূচারুরূপে পরিচালনা করাই নিবন্ধনের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও-

(ক) সেচ্ছাসেবী মহিলা সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দুঃস্থ, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, অবিবাহিত ও প্রতিবন্ধীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মহিলাদের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

(খ) স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মহিলা সদস্যদের স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(গ) নিবন্ধনকৃত সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের চাঁদা, উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ আয়, সংগঠনকে প্রদত্ত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সাহায্য এবং এলাকা হতে প্রাপ্ত স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের উন্নয়ন করা।

(ঘ) বাংলাদেশে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমিতি/সংস্থাগুলো একটি অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত করা।

(ঙ) একটি নির্ধারিত নিয়ম নীতির মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, উপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত মহিলা সংগঠনসমূহকে অনুদান পাবার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

(চ) যৌতুক নিরোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, মা ও শিশুর যত্ন, স্বাস্থ্য সেবা, বয়স্ক শিক্ষা, শিশুদের টিকাদান কর্মসূচী নিশ্চিতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ, বিবাহ নিবন্ধিকরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা।

(ছ) নিবন্ধিত মহিলা সংগঠনের সদস্যদের নানা প্রকার আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সভা, সেমিনার, মেলা ও র‍্যালীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানলাভে সহায়তা করা।

এছাড়া, স্বনির্ভরতা অর্জন, নিজ পরিবার ও সমাজে নেতৃত্ব বিকাশ, অধিকার আদায়, ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখা।

৪। **নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্তাবলীঃ**

(১) প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি/সংস্থাকে নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ হতে সমিতি/সংস্থার নামের ছাড়পত্র **(পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২)** গ্রহণ করতে হবে। সংস্থার অর্থবহ নাম এবং নামের সাথে '**মহিলা**' শব্দ সম্পৃক্ত করতে হবে। যেমন- মহিলা সমিতি/ফাউন্ডেশন/ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি।

(২) একটি জেলায় একই নামে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একাধিক সমিতি/সংস্থা নিবন্ধন করা যাবে না।

(৩) নামের ছাড়পত্র নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কার্যালয় হতে প্রদান করা হবে। ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক বিধি অনুযায়ী ৩ কপি গঠনতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত 'ক' ফরমে **(পরিশিষ্ট-৩)** স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/কাউন্সিলর-এর সুপারিশসহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি **(পরিশিষ্ট-৪)** সংযুক্ত করতে হবে।

(৪) স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন/সংস্থার নিবন্ধন ফি ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা। প্রতিবছরে একবার নবায়ন করতে হবে।

৫। **সমিতির কার্য এলাকাঃ** সংশ্লিষ্ট সমিতির গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত কার্য এলাকা অথবা অনুমোদিত সম্প্রসারিত কার্য্য এলাকা।

৬। **সমিতির অবস্থানঃ** সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ে ২ কিলোমিটার এবং পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে ১ কিলোমিটার এলাকায় কেবল একটি সমিতি নিবন্ধন দেয়া যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে ইউনিয়ন পর্যায়ে কমপক্ষে ১৫০০ ভোটার এবং পৌরসভা পর্যায়ে ২০০০ ভোটার রয়েছে এমন একটি এলাকায় শুধু একটি সংগঠন/সংস্থা নিবন্ধন দেয়া যাবে। তবে কোন অবস্থাতেই ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি ওয়ার্ডে ২টি এবং পৌরসভা পর্যায়ে একটি ওয়ার্ডে ৩টির বেশী সমিতি নিবন্ধন দেয়া যাবে না।

৭। **নিবন্ধনের পূর্বে তদন্তঃ** নিবন্ধনের পূর্বে সংস্থার কর্মসূচি, আর্থিক সংগতি, সামগ্রিক অবস্থা এবং কল্যাণকর কার্যক্রমের মান সম্পর্কে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ 'মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ)' -এর ধারা ৫ মোতাবেক তদন্ত করবেন **(পরিশিষ্ট-৬)**।

৮। **নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যুঃ** নিবন্ধনের জন্য সকল শর্ত পূরণ হলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশের ধারা ৪ মোতাবেক নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু করবেন **(পরিশিষ্ট-৭ ও পরিশিষ্ট-৮)**।

৯। **ডুপ্লিকেট সনদপত্র ইস্যুঃ** নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সনদপত্র হারিয়ে গেলে, পুড়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে এ সংক্রান্ত সমিতির সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি ও ১০০০ টাকার ট্রেজারী চালানসহ সংশ্লিষ্ট সমিতি/সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ডুপ্লিকেট সনদপত্র ইস্যু করতে পারবেন।

১০। **কার্য এলাকা সম্প্রসারণঃ** নিবন্ধিত কোন সমিতির কার্যএলাকা সংশ্লিষ্ট জেলার বাইরে অন্য জেলায় সম্প্রসারণ করতে হলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন করতে হবে **(পরিশিষ্ট-৯)**। একটি সংস্থা একই সাথে ৫টির অধিক জেলায় কার্যএলাকা সম্প্রসারণের আবেদন করতে পারবে না।

১১। **জাতীয় পর্যায়ের সমিতিঃ** দেশের যে কোন জেলায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা আছে এমন সমিতি। জাতীয় পর্যায়ের সমিতি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে কমপক্ষে ৩টি বিভাগের ৬টি জেলায় সমিতির কার্যক্রম চলমান থাকতে হবে। এরূপ সমিতি/সংস্থা সম্প্রসারিত এলাকা/শাখার জন্য কোন নতুন নিবন্ধন ও অতিরিক্ত অনুদান প্রাপ্য হবে না। সম্প্রসারিত এলাকার কার্যক্রম সমিতির মূল কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। জাতীয় পর্যায়ের সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১২। **সমিতির নবায়নঃ** নিবন্ধিত সমিতিকে প্রতিবছর নবায়ন করতে হবে। ২০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানে জমা দিয়ে চালানের মূল কপিসহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমিতি পরিদর্শনপূর্বক সন্তোষজনক প্রতীয়মান হলে সমিতির অনুকূলে নবায়ন কার্ড ইস্যু করা হবে। উল্লেখ্য, সমিতি/সংস্থার নবায়ন কার্ড শুধু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কার্যালয় হতেই ইস্যু করা হবে।

১৩। **সমিতির অডিটঃ** সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম/সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি অর্থ বছর শেষে অডিট সম্পন্ন করতে হবে।

১৪। **সমিতির বিভিন্ন রেজিস্টারসমূহঃ** সংস্থার বিভিন্ন রেজিস্টার যেমন ভর্তি রেজিস্টার, সদস্য রেজিস্টার, চাঁদা আদায় বহি, সঞ্চয় রেজিস্টার, ক্যাশ বহি, পরিদর্শন বহি, নোটিশ বহি, রেজুলেশন বহি ইত্যাদি থাকতে হবে। সমিতি নিবন্ধনের পূর্বে সমিতি পরিদর্শনের সময় পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে সেগুলো অবলোকন করাতে হবে।

১৫। **সমিতি মনিটরিং:** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ছক মোতাবেক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ / উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত সমিতি/সংস্থা মনিটরিং পূর্বক রিপোর্ট দাখিল করবেন **(পরিশিষ্ট-১০)**। এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ সমিতির কার্যক্রম মনিটর করতে পারবেন।

১৬। **সমিতির নাম, ঠিকানা পরিবর্তন ও গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ**

(১) নিবন্ধিত কোন সমিতির নাম, ঠিকানা ও গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন করতে হলে নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে:

ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে সাধারণ সভার কার্যবিবরণী থাকতে হবে;
খ) নাম, ঠিকানা ও গঠনতন্ত্র পরিবর্তন / সংশোধনের যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে;
গ) অধ্যাদেশ ও বিধি সম্মতভাবে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করতে হবে;

(২) সংস্থার নাম ও ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তির পর স্থানীয় / জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।

১৭। **সমিতি/সংস্থা নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সময়সীমাঃ** কোন সমিতি / সংস্থার নামের ছাড়পত্র প্রাপ্তির ৩০দিনের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ / উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা বরাবর নিবন্ধনের কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উক্ত সমিতি / সংস্থাটির কার্যক্রম সম্পর্কে তদন্ত করবেন। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রাপ্ত আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমিতি / সংস্থাটির কাযর্ক্রম তদন্তপূর্বক ১৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশসহ কাগজপত্র নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করবেন। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন সন্তোষজনক বিবেচনায় এক মাসের মধ্যে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

১৮। **নিবন্ধন পরবর্তী সময়ে করণীয়ঃ**

ক) নিবন্ধনের পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রতিটি সমিতি / সংস্থার তথ্যাদি পৃথক নথিতে সংরক্ষণ করবেন;
খ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর নিবন্ধন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক এবং প্রতি বছর বাৎসরিক প্রতিবেদন (APA সংশ্লিষ্ট) সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন **(পরিশিষ্ট-১১)**।

১৯। **সমিতি/সংস্থা -এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণঃ**

(ক) এ নির্দেশিকার যে-কোনো বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোনো বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করলে, অথবা
(খ) এ নির্দেশিকার অধীনে নিবন্ধনের জন্য কোনো দরখাস্তে, অথবা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত বা সাধারণের অবগতির জন্যে প্রকাশিত কোন রিপোর্টে বা বর্ণনায় কোনো মিথ্যা বিবৃতি বা বিবরণ দান করলে উক্ত সমিতি/সংস্থার অনুদান স্থগিত কিংবা নিবন্ধন বাতিল হতে পারে।
(গ) তদন্তে কোনো সমিতি/সংস্থা'র বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী/সমাজ বিরোধী, নাশকতা ও জনস্বার্থ বিরেধী কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট থাকলে সমিতির নিবন্ধন বাতিল হবে।

২০। **নিবন্ধন বাতিল ও রহিতকরণঃ**

(ক) কোন সমিতি/সংস্থার কার্যক্রম বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা ব্যতীত সবোর্চ্চ ২ (দুই) বছর বন্ধ বা নিষ্ক্রিয় থাকলে অথবা গঠনতন্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত কোনো কাজ করলে, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ১৯৬১ সনের অধ্যাদেশের ৯(২) ধারা মোতাবেক উক্ত সমিতি/সংস্থার কার্য নির্বাহী কমিটি বাতিলপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করতে পারবেন অথবা একই অধ্যাদেশের ১০ ধারা মোতাবেক নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশ করতে পারবেন।

(খ) এ নির্দেশিকাটিতে যা কিছুই থাকুক না কেন 'সরকার' প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় যে কোনো বিধি, উপ-বিধি, ধারা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২১। **সমিতি/সংস্থার বিলুপ্তিঃ**

(ক) কোনো নিবন্ধিত সমিতি/সংস্থার বিলোপ সাধন করতে হলে উক্ত সমিতি/সংস্থার অন্যূন তিন পঞ্চমাংশ সাধারণ সদস্য গঠনতন্ত্রের নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করতে পারবেন।

(খ) আবেদনপত্র বিবেচনাপূর্বক সরকার যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত সমিতি/সংস্থার বিলোপসাধন করা সংগত, তা হলে সরকার সমিতি/সংস্থাটির বিলুপ্তির আদেশ দবেন। আদেশে উল্লিখিত তারিখ হতে সমিতি/সংস্থাটি বিলুপ্ত হবে।

(গ) উল্লেখ্য যে, কোনো নিবন্ধিত সমিতি/সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ গঠনতন্ত্রের নির্দেশনা উপেক্ষা করে উক্ত সমিতি/সংস্থাটির বিলোপসাধন করতে পারবেন না।

(ঘ) বিলুপ্ত সমিতি'র আর্থিক দায় দেনা সংশ্লিষ্ট সমিতি বহন করবে।

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিশিষ্ট -১

সমিতি/সংস্থার নামের ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের নমুনা

বরাবর
উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
.... জেলা।

বিষয়ঃ   স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি/সংস্থা নিবন্ধনের জন্য নামের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ ১৯৬১ সালের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর বিধানাবলী মোতাবেক সমাজ কল্যাণমূলক, অলাভজনক ও অরাজনৈতিক মহিলা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে ইচ্ছুক। তৎপ্রেক্ষিতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় সংস্থাটি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করছি। উল্লেখ্য প্রস্তাবিত সংস্থাটি অন্য কোন দপ্তর হতে নিবন্ধিত নয়।

নিম্নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিনটি নাম প্রস্তাব করা হলোঃ

১)
২)
৩)

উল্লিখিত তিনটি নামের মধ্যে যে কোন একটি নামে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

সংযুক্তিঃ

ক) প্রস্তাবিত সংস্থার সভানেত্রী/সাধারণ সম্পাদিকার ২ কপি ছবি।
খ) প্রস্তাবিত সংস্থার নামকরণ সংক্রান্ত সভার সত্যায়িত কার্যবিবরণী।
গ) সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
ঘ) কার্যএলাকা।

(স্বাক্ষর)
সাধারণ সম্পাদিকা
নাম...
ঠিকানা......................................
ফোন/মোবাইল নম্বর.......................................
জাতীয় পরিচয় পত্র নং
ই-মেইলঃ

(স্বাক্ষর)
সভানেত্রী
নাম...
ঠিকানা......................................
ফোন/মোবাইল নম্বর.......................................
জাতীয় পরিচয় পত্র নং
ই-মেইলঃ

সমিতি/সংস্থার নামের ছাড়পত্র প্রদানের নমুনাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
.... জেলা
ই-মেইল-.........................

স্মারকনং.......................... তারিখঃ......................

বিষয়ঃ স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি/সংস্থা নিবন্ধনের জন্য নামের ছাড়পত্র।
সূত্রঃ তাঁর..তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার/আপনাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ এর আওতায় তফসিলে বর্ণিত লক্ষ্য , উদ্দেশ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে মহিলা সমিতি/সংস্থা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নং..নামে আপনার প্রস্তাবিত নাম অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি/সংস্থা প্রতিষ্ঠায় এ কার্যালয়ের কোন আপত্তি নেই।

শর্তসমূহঃ

১। অনুমোদিত নামে ৩০ দিনের মধ্যে নির্দেশিকা মোতাবেক কাগজপত্র এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।
২। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত অধ্যাদেশে তফসিলে বর্ণিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের বাইরে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
৩। এ ছাড়পত্রের স্মারক নম্বর নিবন্ধন হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই এ নম্বর নিবন্ধন নম্বর হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
৪। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমতি ব্যতিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
৫। নামের ছাড়পত্র অস্থায়ী হিসেবে বিবেচিত হবে, কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিত নামের ছাড়পত্র বাতিল করা যাবে।

নাম.......................................
নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ
ও
উপপরিচালক
উপপরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ... জেলা

বেগম...
....
....

অনুলিপিঃ

১। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক...।
৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা...।
৪। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা.....................................।

পরিশিষ্ট-৩

তফসিল ২

(৪ বিধি দ্রষ্টব্য)

"ক" ফরম

১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ বলবৎ হবার পর স্থাপিত সংস্থাসমূহ নিবন্ধিকরণের জন্য কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন

বরাবর
উপপরিচালক
উপপরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
.... জেলা

মহোদয়,

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ ১৯৬১ সালের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর বিধানাবলী মোতাবেক সমাজ কল্যাণমূলক, অলাভজনক ও অরাজনৈতিক মহিলা সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করছি। উহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১। সংস্থার নামঃ -------------------------------------
২। ঠিকানাঃ -------------------------------------
৩। সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ(অধ্যাদেশের তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী প্রসঙ্গে লিখতে হবে)।
৪। কার্যএলাকা (কোন পার্শ্ববর্তী এলাকা, নগর কিংবা বাংলাদেশ ভিত্তিক কি না)।
৫। কার্য পরিচালনা প্রকল্প (সংস্থা স্থাপনের জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রয়োজনবোধে স্থান, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও সরঞ্জামাদি সম্পর্কে একটি পৃথক পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাবে)।
৬। কি প্রকারে অর্থের সংস্থান হবেঃ
৭। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের নাম, পেশা

ক্রঃ নং	নাম	পেশা	ঠিকানা
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

৮। সংস্থার তহবিলে জমা রাখার জন্য বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক, প্রস্তাবিত ব্যাংক বা ব্যাংক সমূহের নাম।

অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, পূর্ব বর্ণিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংস্থাটি নিবন্ধন করা হউক। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, সংস্থার কর্মকর্তাগণের কোন রদবদল হলে, রদবদলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহোদয়কে অবহিত করবো। ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান ও সংস্থার গঠনতন্ত্রের একটি অনুলিপি ইহার সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, উল্লিখিত তথ্য নির্ভুল।

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর (স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা সহ)

১।

২।

৩।

(সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ স্বাক্ষর করবেন)

আপনার বিশ্বস্ত

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/কাউন্সিলর এর সুপারিশ/প্রত্যয়নঃ

স্বাক্ষরঃ
সীলঃ

পরিশিষ্ট-৪

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি/সংস্থা নিবন্ধন ও পরিচালনার নিয়মাবলী

ক) নামের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক বিধি অনুযায়ী ৩ কপি গঠনতন্ত্র ও নিম্নোক্ত কাগজপত্রসহ নির্ধারিত 'ক' ফরমে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/কাউন্সিলর এর সুপারিশসহ জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সহিত ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান ১-৩০২১-০০০০-২৬৮১ কোডে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিয়ে চালানের মূল কপি দাখিল করতে হবে।

খ) সংস্থার নিজস্ব/ভাড়া বাড়ীতে অফিস ঘর থাকতে হবে। ভাড়া বাড়ীর ক্ষেত্রে ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে বাড়ী ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা নিজস্ব ভবনে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

গ) সংস্থা নিবন্ধনের পূর্বে কার্যক্রম পরিচালনার প্রমানাদি থাকতে হবে। সংস্থার নামে ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। যাতে বাৎসরিক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য থাকবে। উক্ত হিসাব সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষা এই তিন জনের যে কোন ২ জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

ঘ) সংস্থার সকল সদস্য মহিলা হতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটিতে কোন পুরুষ সদস্য থাকতে পারবে না। তবে উল্লেখ থাকে যে উপদেষ্টা কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সদস্য রাখা যাবে। কমিটিতে একই পরিবারের একাধিক সদস্য অন্তর্ভূক্ত নেই মর্মে অংগীকারনামা দিতে হবে এবং এ বিষয়টি গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া একজন সদস্য একাধারে ২ বারের বেশী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য থাকতে পারবে না। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, সাধারণ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিষয়টি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এস.এস.সি পাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় তবে কোন এলাকায় কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য এস.এস.সি পাশ পাওয়া না গেলে অন্ততঃ সভানেত্রী, সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ বাধ্যতামূলক।

চ) আবেদনপত্রের সাথে সমিতির গঠন, নামকরণ, কার্যকরী কমিটি গঠন ও গঠনতন্ত্র অনুমোদন সংক্রান্ত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী দাখিল করতে হবে। যা মোট সদস্যের ৩/৪ অংশ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ছ) সংস্থার ন্যূনতম সদস্য হবে ৩৫ জন। ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরসহ সদস্যদের নামের তালিকা দাখিল করতে হবে।

জ) সাধারন সদস্য ও কার্যকরী কমিটির সদস্যদের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর এবং বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

ঝ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৯ (নয়) জন । ঠিকানা, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ও মেয়াদসহ কার্যনিবাহী কমিটির সদস্যদের মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ তালিকা এবং সভানেত্রী, সম্পাদিকা, কোষাধ্যক্ষার পাসপোর্ট সাইজ ছবি গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে। কমিটির মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর। কমিটির মেয়াদ শেষে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিধি মোতাবেক নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

ঞ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভানেত্রী/সম্পাদিকা/কোষাধ্যক্ষা একই সঙ্গে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত অন্য কোন সমিতি/সংস্থার সভানেত্রী/সম্পাদিকা কোষাধ্যক্ষা/নির্বাহী সদস্যের কোন পদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

ট) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন সদস্য মারা যাওয়া বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার কারণে সদস্যপদ শূন্য হলে এ বিষয়ে সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক শূন্য পদের স্থলে অন্য সদস্য স্থলাভিষিক্ত করে কার্যনির্বাহী কমিটি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ঠ) সাধারণ সভা বছরে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে। এ সভায় কার্যনিবাহী কমিটির কার্যক্রম, সংস্থার বার্ষিক হিসাব বিবরণী, নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ও ঋণ সংক্রান্ত আলোচনা, সংস্থার নির্বাচন,

কার্যনিবাহী কমিটির কোন সদস্য বা কোন সাধারণ সদস্য বহিষ্কারসহ উপস্থিত সদস্যদের সম্মতিতে বা প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনা হতে পারে।

ড) 'যৌতুক নেব না বা যৌতুক দেব না' এ সংক্রান্ত অঙ্গীকার থাকতে হবে। বিবাহ নিবন্ধন, জন্ম নিবন্ধন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম ও ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম থাকতে হবে। প্রতিমাসে এতদসংক্রান্ত কমপক্ষে একটি উঠান বৈঠক করতে হবে।

ঢ) সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে সংস্থার সাইন বোর্ড থাকতে হবে । সাইনবোর্ডের আকার হবে সর্বনিম্ন ৫' X ৩'।

ণ) সমিতি/সংস্থায় সদস্য ভর্তি ফি ১০০/- টাকা, মাসিক সার্ভিস চার্জ ১০/- টাকা এবং সঞ্চয় (বাধ্যতামূলক) ন্যূনতম মাসিক ৫০/- টাকা (ফেরতযোগ্য) নির্ধারিত হতে হবে।

ত) সঞ্চয়ের অর্থ সংরক্ষণের জন্য একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে এবং সমিতির প্রশাসনিক ও অন্যান্য আয় ব্যয়ের জন্য একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। ব্যাংক হিসাবসমূহ সভানেত্রী/সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষা ৩ জনের মধ্যে ২ জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

গঠনতন্ত্রের ধারা

ধারাঃ ১। সংগঠন /সংস্থার পুরো নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা ।

ধারাঃ ২। কার্যএলাকা।

ধারাঃ ৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।

ধারাঃ ৪। সদস্য সংখ্যা।

ধারাঃ ৫। সদস্যদের চাঁদা ও সঞ্চয়ের হার।

ধারাঃ ৬। সদস্যদের যোগ্যতা/অযোগ্যতা।

ধারাঃ ৭। সদস্যদের শ্রেণীবিভাগ।

ধারাঃ ৮। সদস্যপদ বাতিল/পুনরুদ্ধারের বিধি।

ধারাঃ ৯। বিভিন্ন প্রকার কমিটি / পরিষদের প্রকারভেদ, গঠন ও কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত বিধি।

ধারাঃ ১০। কমিটি /পরিষদের মেয়াদ ।

ধারাঃ ১১। কমিটি/ পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ।

ধারাঃ ১২। সভার শ্রেণীবিভাগ ।

ধারাঃ ১৩। সভা আহবান ও নোটিশের মেয়াদ ।

ধারাঃ ১৪। সভার কোরাম ।

ধারাঃ ১৫। তলবী সভার বিস্তারিত বিবরণ ও অনাস্থা প্রস্তাব ।

ধারাঃ ১৬। নির্বাচন কমিটি গঠন ও নির্বাচন পরিচালনা ।

ধারাঃ ১৭। আয়ের উৎস ও অর্থ খরচের বিধি ।

ধারাঃ ১৮। ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ।

ধারাঃ ১৯। হিসাব পরীক্ষা ।

ধারাঃ ২০। গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধন (গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব কার্যকরীর জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে)

ধারাঃ ২১। বিলুপ্তি সংক্রান্ত বিধি ।

ধারাঃ ২২। জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন সমুহের শাখাগুলির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র।

পরিশিষ্ট-৬

নিবন্ধনের পূর্বে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদনের নমুনা

১৯৭৮ সালের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধির আলোকে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা নিবন্ধনের জন্য ৫ ধারা মতে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন:

১. আবেদনকারী সংস্থার নাম ও ঠিকানাঃ
২. পরিদর্শনের তারিখঃ
৩. স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি/সংস্থা প্রতিষ্ঠার তারিখঃ
৪. সংস্থার নামকরণ সংক্রান্ত সভার তারিখঃ
৫. সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুমোদন সংক্রান্ত সভার তারিখঃ
৬. সংস্থার কার্যকরী কমিটি গঠনের তারিখঃ
৭. কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যা (নিম্নের ছক) মোতাবেকঃ

ক্রঃনং	সদস্যের নাম , পিতা/স্বামীর নাম, মাতার নাম, ঠিকানা	পদবী	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	মোবাইল নম্বর	সদস্যপদ লাভের তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

৮. সাধারণ কমিটির সদস্য সংখ্যাঃ
৯. সাধারণ পরিষদের সর্বশেষ সভার তারিখ ও সংখ্যাঃ
১০.. কার্যকরী কমিটির সর্বশেষ সভার তারিখ ও সংখ্যাঃ
১১. সংস্থাটি অরাজনৈতিক কি না?
১২. সংস্থার সকল সদস্য মহিলা কি না?
১৩. সংস্থার লক্ষ্য উদ্দেশ্যসমূহ ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?
১৪. গঠনতন্ত্র বিধি মোতাবেক করা হয়েছে কি না?
১৫. অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে সংস্থাটির নিবন্ধিত কি না?
১৬. সংস্থার কার্যএলাকা:
১৭. সংস্থার নামের সাইন বোর্ড আছে কি না?
১৮. সংস্থার নামে ব্যাংক হিসাব আছে কি না?
১৯. প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নাম, ঠিকানা,পেশাঃ
২০. উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সংখ্যা ও তাঁদের নাম, ঠিকানা, পেশাঃ
২১. সংস্থার বিভিন্ন রেকর্ডপত্র যেমন: ভর্তি রেজিস্টার, সদস্য রেজিস্টার, চাঁদা আদায় বহি, সঞ্চয় রেজিস্টার, ক্যাশ বহি, পরিদর্শন বহি, নোটিশ বহি, রেজুলেশন বহি ইত্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ হয় কি না?
২২. কার্যকরী কমিটিতে একই পরিবারের একাধিক সদস্য আছে কি না?
২৩ সংস্থার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ
২৪. সংস্থার বাজেট (আয় ব্যয় সংক্রান্ত):
২৫. সংস্থাটি নিজ জমিতে না ভাড়া বাড়ীতেঃ
২৬. ভাড়া বাড়ীতে হলে বাড়ী ভাড়ার চুক্তিপত্র আছে কিনা?
২৭. সংস্থাটি নিবন্ধন প্রদানের জন্য তদন্ত কর্মকর্তার সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশঃ

পরিশিষ্ট-৭

উপপরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
জেলা ....

নিবন্ধনের প্রত্যয়ন পত্র

নিবন্ধন নং.. তারিখ...........................

এতদ্বারা প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ)- এর অধীনে

....

(সংস্থার নাম)

দুইহাজার ....সালের........................মাসের ....তারিখে..................

স্থানে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিজ দস্তখতে এবং সরকারী সীলমোহরে নিবন্ধিত করা হলো।

....
নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ

দ্রষ্টব্যঃ এই প্রত্যয়নপত্র হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে তা সাত দিনের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

নিবন্ধন প্রদান নমুনাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
.... জেলা
ই-মেইল-.........................

স্মারকনং.......................... তারিখঃ.................

বিষয়ঃ ১৯৬১ সালের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর অধীনে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন প্রসঙ্গে।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আপনার .... তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে .... মহিলা সংস্থাকে ১৯৬১ সালের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর অধীনে....................খ্রিঃ তারিখে নিবন্ধন নং.............................সংখ্যা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন প্রদান করা হলো:

- ১৯৬১ সালের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ৪৬ নং অধ্যাদেশ এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ও অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- নিয়মিত বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন ৯ ও ১০ ধারা মতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।
- মহাপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত অত্র জেলার বাইরে সমিতি/সংস্থার কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- নিবন্ধনের সময় দাখিলকৃত এবং অনুমোদিত কার্যকরী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ও গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধন বা পরিমার্জন হলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।
- নিবন্ধন সনদে যে নামকরণ আছে তা ব্যতীত অন্য কোন নাম ব্যবহার করা যাবে না। নিবন্ধনকৃত নামের সাথে অবশ্যই নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ ব্যবহার করতে হবে।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমতি ব্যতীত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত শর্ত ও দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলতে হবে।

উল্লিখিত কোন শর্ত ভঙ্গকারী সমিতি/সংস্থার বিরূদ্ধে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

নাম.......................................
নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ
ও
উপপরিচালক
উপপরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ... জেলা

বেগম..
....
....

অনুলিপিঃ
১। মহা পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক...।
৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা...।
৪। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা......................................।

পরিশিষ্ট- ৯

কার্যএলাকা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যেসব তথ্য ও কাগজপত্রের প্রয়োজনঃ

(ক) নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি ১ (এক) কপি ।

(খ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সত্যায়িত অনুলিপি ১ (এক) কপি।

(গ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সর্বশেষ কার্যকরী কমিটির সত্যায়িত তালিকা ১ (এক) কপি।

(ঘ) কার্যনির্বাহী সদস্যদের নাম,পিতার নাম,মাতার নাম,ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি ঠিকানা, পেশা ও নিজ স্বাক্ষরসহ তালিকা-১ (এক) কপি।

(ঙ) সমিতিটি বিগত এক বৎসরে কি কি জনকল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করেছে, তার বিবরণ (সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক মূল্যায়ণ বিবরণসহ)।

(চ) বর্তমান কার্যক্রমের বিবরণ, উপকৃতের সংখ্যাসহ তালিকা ১ (কপি)।

(ছ) সমিতি/সংস্থার আয় ও ব্যয়ের উৎস - ১ (এক) কপি।

(জ) সমিতি / সংস্থার নিয়োগকৃত , স্বেচছাধীন কর্মকর্তা / কর্মচারীর বিবরণসহ (নাম,পিতা/স্বামীর নাম,মাতার নাম, পদবী, স্বেচ্ছাসেবী, মন্তব্যসহ) তালিকা- ১ (এক) কপি

(ঝ) সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম/সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সমিতি / সংস্থার তিন বৎসরের অডিট রিপোর্ট-১ (এক) কপি।

(ঞ) সম্প্রসারিত কার্যএলাকা সমূহে কি কি কাজ পরিচালনা করা হবে তার বিবরণ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ-১ (এক) কপি ।

(ট) কার্যএলাকা সম্প্রসারণের বিষয়ে সমিতি/সংস্থার সাধারণ সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণীর সত্যায়িত কপি।

(ঠ) সংস্থার অনুমোদিত গঠনতন্ত্রে কার্য এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়ে উল্লেখ থাকতে হবে।

(ড) নিবন্ধীকৃত সংগঠন / সংস্থা/ সমিতির নিবন্ধনের মেয়াদ ন্যূনতম ২ বছর হতে হবে এবং হালনাগাদ নবায়ন থাকতে হবে।

(ঢ) নিবন্ধীকৃত সংগঠন / সংস্থা/ সমিতিটির বিষয়ে এলাকাবাসীর ভাল ধারনা থাকতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি/পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত জনকল্যাণমূলক কাজের সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত প্রত্যায়নপত্র দাখিল করতে হবে।

(ণ) সমিতি/ সংস্থার নামে ব্যাংক হিসাবে ন্যূনতম ২ (দুই লক্ষ) টাকা থাকতে হবে এ বিষয়ে ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক প্রদেয় হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র ১ (এক)কপি দাখিল করতে হবে।

(ত) সংগঠণ/সংস্থা যে সকল উপজেলা এবং জেলায় কাজ করছে সে সকল জেলা প্রশাসক /উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

(থ) সমিতি/সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক কার্যক্রম সন্তোষজনক সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ কার্যএলাকা সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা -১ (এক) কপি।

(দ) কোন সংস্থা প্রাথমিক সম্প্রসারণের পর দ্বিতীয় দফায় অন্য কোন জেলায় কার্যএলাকা সম্প্রসারণের আবেদন করলে পূর্বে সম্প্রসারিত জেলা/জেলাসমুহের কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের প্রতিবেদন ও সুপারিশ থাকতে হবে।

নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিয়মিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের নমুনা ছক

১। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম
পদবীঃ

ঠিকানাঃ

২। পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ

৩। প্রতিষ্ঠান/সমিতির নামঃ
রেজি নং ও তারিখঃ

ঠিকানাঃ

ফোনঃ

৪। সভানেত্রীর নামঃ

ঠিকানাঃ

ফোনঃ

৫। প্রতিষ্ঠার সনঃ

৬। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ সদস্যঃ

নাম, ভোটার আইডি নম্বর	পদবী	নাম, ভোটার আইডি নম্বর	পদবী

৭। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমূহঃ

৮। প্রতিষ্ঠানের কার্য এলাকাঃ

৯। ব্যাংক হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তি বর্গের

নামঃ পদবীঃ

১০। ব্যাংক হিসাবঃ

ব্যাংকের নাম	বর্তমান অর্থের পরিমান	হিসাবের ধরন ও নম্বর	হিসাব খোলার তারিখ

১১। প্রাপ্ত অর্থের উৎস সমূহঃ

১। ২। ৩।

১২। কার্যালয়/ভবনের বিবরণঃ ভাড়া বা নিজস্ব ভবনঃ

চুক্তিপত্র আছে কিনা, চুক্তিপত্রের মেয়াদঃ

বাড়ীর মালিকের নামঃ

ঠিকানাঃ

১৩। প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমূহ

প্রশিক্ষণঃ (ট্রেড)	প্রশিক্ষনের মেয়াদ	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা

১৪। অপ্রাপ্ত বয়সের কোন প্রশিক্ষনাথী আছে কিনা ? হ্যাঁ / না সংখ্যাঃ

১৫। প্রশিক্ষকের নামঃ

১৬। উৎপাদিত দ্রব্যাদির নামঃ

বিক্রয় পদ্ধতিঃ

১৭। অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন আছে কিনা হ্যাঁ/ না

থাকলে প্রতিষ্ঠানের নাম ও নিবন্ধন নং:

১৮। অন্য কোন সমাজ উন্নয়ন মূলক সরকারী প্রতিষ্ঠানের / কর্মকান্ডের সহিত জড়িত কিনাঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঠিকানা

১৯। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন আছে কিনা ? হ্যাঁ / না

আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান স্থান সময়কাল

২০। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান সংক্রান্ত

চলতি অর্থ বছরে প্রাপ্ত অনুদনের পরিমান	বিগত অর্থ বছরে প্রাপ্ত অনুদানের পরিমান	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত মোট অনুদানের পরিমান	প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ কি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তার বিবরণ	মন্তব্য

২১। অন্য কোন সরকারী,বেসরকারী বা স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হইতে কোন অনুদান লাভ করেছে ?

হ্যাঁ / না

অনুদানকারী প্রতিষ্ঠান	ঠিকানা	অর্থের পরিমান	সময়কাল

২২। সংরক্ষিত হিসাব ও কার্যাবলী নিরীক্ষিত হয়েছে কিনা ? হ্যাঁ / না

নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষিত হিসাবের সময়কাল	নিরীক্ষকের মন্তব্য

২৩। প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সভা আহবান করা হয়ে থাকে কিনা ? হ্যাঁ/ না
এ পর্যন্ত মোট সভার সংখ্যাঃ

২৪। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে কার্যকরী পরিষদ সভার সদস্যদের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা ? হ্যাঁ / না

পরিবর্তনের তারিখঃ কারণঃ

২৫। পরিদর্শন কর্মকর্তার মন্তব্য

সভানেত্রীর স্বাক্ষর - পরিদর্শন কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নামঃ নামঃ

সীলঃ সীলঃ

তারিখঃ তারিখঃ

পরিশিষ্ট- ১১

নিবন্ধন প্রাপ্ত সমিতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ছক (APA সংশ্লিষ্ট)

জেলাঃ.................................. মাস.............................হতে............................ সনঃ.............

পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত নিবন্ধনপ্রাপ্ত সমিতির মোট সংখ্যা....................টি
প্রতিবেদনাধীন ৩ মাসে নিবন্ধনপ্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা......................টি
সর্বমোট নিবন্ধনপ্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা......................টি

ক্রমিক নং	জেলা সদর/উপজেলার নাম	প্রতিবেদনাধীন তিন মাসে নিবন্ধনপ্রাপ্ত সমিতির নাম, ঠিকানা, নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির কার্যক্রমসমূহ	সাধারণ সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা	সভানেত্রী ও সম্পাদিকার ফোন নম্বর

কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

নিবন্ধন প্রাপ্ত সমিতির বাৎসরিক (অর্থ বছর অনুযায়ী) প্রতিবেদন ছক

পূর্ববর্তী বছর পর্যন্ত নিবন্ধনপ্রাপ্ত সমিতির মোট সংখ্যা....................টি
প্রতিবেদনাধীন বছরে নিবন্ধনপ্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা......................টি
সর্বমোট নিবন্ধনপ্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা......................টি

ক্রমিক নং	জেলা সদর/উপজেলার নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিবন্ধনপ্রাপ্ত সমিতির নাম, ঠিকানা, নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির কার্যক্রমসমূহ	সাধারণ সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা	সভানেত্রী ও সম্পাদিকার ফোন নম্বর

কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

* ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের সময়সীমা প্রতি অর্থ বছর সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর, মার্চ ও জুন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে।
* বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণের সময়সীমা জুলাই মাসের ৭ তারিখের মধ্যে।